জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

A MontHly News Bulletin from UNIC Dhaka

International Year Of Ecotourism 2002

এপ্রিল ২০০২ | April 2002

Volume-XIV No. IV | ১৪শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

জাতিসংঘ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বর্ষ ২০০২ : পুনর্মিলন ও উন্নয়নের ওপর অগ্রাধিকার

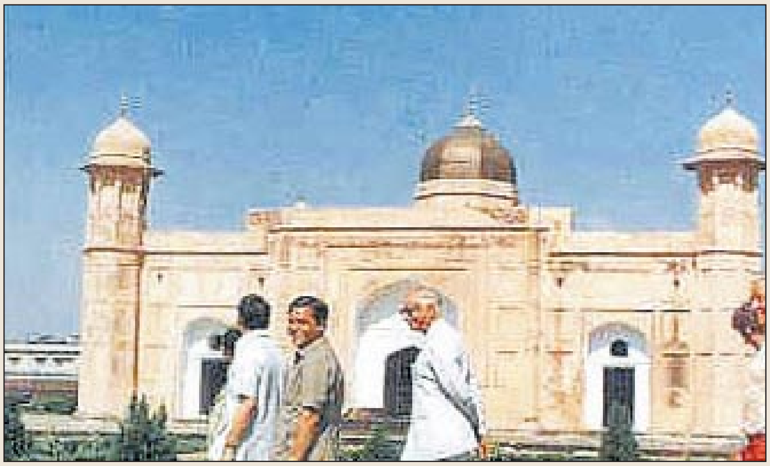

প্রাকৃতিক উত্তরাধিকার সুরক্ষা কনভেনশন তৃতীয় মৌলিক স্তম্ভ, যা উত্তরাধিকার বিষয়ক আইনি দলিলের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সুবিদিত। এই দলিলে বিশ্বের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক স্থানের অনুকূলে কার্যব্যবস্থায় কাঠামো বর্ণিত রয়েছে এবং ১৬৭টি দেশ এটি অনুমোদন করেছে। এই কনভেশনের আওতায় প্রণীত বিশ্বের উত্তরাধিকার তালিকায় এখন ৭২১টি স্থান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে—যার মধ্যে ১২৪টি দেশের ৫৪৪টি সাংস্কৃতিক, ১৪৪টি প্রাকৃতিক ও ২৩টি মিশ্র প্রকৃতির উত্তরাধিকার। বিশ্বের বিপন্ন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের তালিকায় হুমকিকবলিত ৩১টি স্থান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০০২ সালের ১৪ থেকে ১৬ নভেম্বর ডেনিসে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ১৯৭২ সালের কনভেনশনের ৩০তম বার্ষিকী পালিত হবে। সুরক্ষা আরো জোরদার করার লক্ষ্যে ২০০১ সালের নভেম্বরে ইউনেস্কো জলতলবর্তী সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সুরক্ষা কনভেনশন গ্রহণ করে। এই কনভেনশনের মূল উদ্দেশ্য হলো জাহাজের ভগ্নাবশেষ রক্ষা করা, যা আমাদের ইতিহাস জানা, বিশেষ করে বাণিজ্য পথের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ২০টি দেশ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর এই কনভেনশন বলবৎ হবে।

ইউনেস্কো বাচনিক ও অস্পর্শনীয় উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য একটি কনভেনশন নিয়ে কাজ করছে। এসব উত্তরাধিকারের মধ্যে রয়েছে ভাষা, অভিনয় ও নৃত্যকলা, সঙ্গীত, সামাজিক ও ধর্মীয় আচার, বাচনিক ঐতিহ্য এবং জ্ঞান ও দক্ষতা সৃজন প্রক্রিয়া। এই ভবিষ্যৎ কনভেনশনের উদ্দেশ্য হলো সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের বৈশিষ্ট্যহানি ও প্রমিতকরণের ঝুঁকির বিষয়টি মোকাবিলা করা। এ ধরনের বৈশিষ্ট্যহানি ও প্রমিতকরণের ফলে বিশ্বের বেশ কিছু স্থান থেকে বাচনিক ও অস্পর্শনীয় উত্তরাধিকার ক্রমশ হারিয়ে যাবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিগত তিন শতকে বিশেষ করে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে ক্রমবর্ধমান আশঙ্কাজনক হারে ভাষাসমূহ বিলুপ্ত বা হারিয়ে গেছে। সম্প্রতি ইউনেস্কো প্রকাশিত এটলাস অব দি ওয়ার্ল্ড'স লেংগুয়েজেজ ইন ডেনজার অব ডিজএপিয়ারিংয়ের মতে বিশ্বের ৬,০০০ ভাষার মধ্যে আজকে কমপক্ষে ৩,০০০ ভাষা হুমকির সম্মুখীন।

উত্তরাধিকারের ধারণা তুলে ধরার লক্ষ্যে একটি বাড়তি পদক্ষেপ হিসেবে এই ভবিষ্যৎ কনভেনশনের উপক্রমণিকারূপে ২০০১ সালের ১৮ মে মানবজাতির সেরা বাচনিক ও অস্পর্শনীয় উত্তরাধিকারের প্রথম ঘোষণা দেয়া হয়। জীবন্ত সংস্কৃতির এসব বহির্প্রকাশ রক্ষা ও উন্নয়নের নিরিখে প্রথম এই ১৯টি সেরা উত্তরাধিকারের মধ্যে কয়েকটির প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

ইউনেস্কোর মহাপরিচালক তাঁর বাণীতে বলেছেন, "মানুষের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হলো তার জীবন্ত সংস্কৃতির স্মৃতি। বাচনিক ও অস্পর্শনীয় বিভিন্ন উপায়ে এর বহির্প্রকাশ ঘটে। এই উত্তরাধিকারের উৎসও নানাবিধ। মানুষ তার নিজের সাংস্কৃতিক ধারার গোড়ায় ফিরে যেতে, যেসব প্রভাব তার ইতিহাস রচনা করেছে ও তার পরিচিতিকে রূপদান করেছে তার স্বীকৃতি দিতে গিয়েই অন্য মানুষের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন, বহুকালের পুরনো কোনো সংলাপ অনুসরণ ও তার ভবিষ্যৎ গড়তে পারে।" যে অজানা হাত কাবুল যাদুঘরের দরজার ওপর লিখে রেখেছে—"সংস্কৃতি বেঁচে থাকলেই একটি জাতি বেঁচে থাকে" তা নিশ্চয়ই এই কথাই বলতে চেয়েছে। ❑

বিগত কয়েক বছর ধরে বামিয়ান থেকে জেরুজালেম, সারায়েভো থেকে অযোধ্যার সর্বত্রই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে প্রায়শই সামরিক হামলার লক্ষ্যস্থল বা রাজনৈতিক, জাতিগত ও ধর্মীয় সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা হয়েছে। কিন্তু যখন শান্তি ফিরে আসে, তখন অত্যন্ত প্রতীকী গুরুত্ববহ এসব স্থানের গুরুত্ব অনুভব করা যায়। তাছাড়া উত্তরাধিকারের সাংস্কৃতিক বহির্প্রকাশের পুনর্বাসন ও অগ্রগতিসাধন কখনো কখনো জাতীয় পুনর্মিলন প্রক্রিয়াকে জোরদার ও অর্থনৈতিক তৎপরতা পুনরায় সচল করতে পারে। এসব বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন ইউনেস্কো সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রক্ষাকল্পে তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং সদস্য দেশগুলোর প্রতি এতদসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুমোদনের আহ্বান জানাচ্ছে।

২০02 সালকে জাতিসংঘ ঘোষিত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বর্ষে ইউনেস্কো তার কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পুনর্মিলন ও উন্নয়নকে প্রতিপাদ্যরূপে নির্বাচিত করেছে, যা ইউনেস্কোর সহকারী মহাপরিচালক মনির বুশেনাকি ৩ এপ্রিল নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে পেশ করেন। বর্ষ উপলক্ষে প্রদত্ত বাণীতে ইউনেস্কো মহাপরিচালক কোইচিরো মাতসুরা বলেন, "বর্ষের জন্য জাতিসংঘ মনোনীত শীর্ষ সংস্থা ইউনেস্কো সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন–তা হলো জন কর্তৃপক্ষ, বেসরকারি খাত ও সামগ্রিকভাবে সুশীল সমাজকে অনুধাবন করানো যে, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার কেবল শান্তি ও পুনর্মিলনেরই একটা হাতিয়ার নয়, বরং তা উন্নয়নেরও একটি উপাদান।"

বছরখানেক আগে আফগানিস্তানে তালেবান কর্তৃক দেড় হাজার বছরের পুরনো দুটি সুবিশাল বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের ঘটনা বিশ্ব জনমতকে এতোই আহত করেছিল যে, তা "সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অপরাধের" প্রতীকে পরিণত হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও এই ধ্বংসোন্মত্ততার ঘটনা ঘটেছে। ১৯৯২ সালে চরমপন্থীরা অযোধ্যায় একটি মসজিদ গুঁড়িয়ে দিলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ১৯৯৮-৯৯ সালে "জাতিগত শুদ্ধি অভিযানের" সময় কসোভোয় ইসলামি উত্তরাধিকারের ওপর মারাত্মক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়। অনুরূপভাবে, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৯ সালে সাবেক যুগোশ্লাভিয়ায় যুদ্ধ চলাকালে ইচ্ছাকৃতভাবে সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলোকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়।

কিন্তু যুদ্ধ যখন থেমে যায়, তখন কোনো কোনো নিদর্শনের পুনর্নির্মাণ মানুষকে আবার শান্তিতে মিলেমিশে থাকার উপায় শিখতে সাহায্য করে। বসনিয়ায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একটা সম্মিলিত অতীতের সকল চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য প্রণালিবদ্ধভাবে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। আজকে ইউনেস্কো ও বিশ্ব ব্যাংক মোস্তার সেতু পুনর্নির্মাণে বহু সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বশীল দলের কাজ সমন্বয় করছে। দেড় কোটি ডলারের এই প্রকল্পে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা, মোস্তার পৌরসভা ও ক্রোয়েশিয়া অর্থ যোগান দিচ্ছে। যে দেশে প্রত্যেকের মনে ধর্মীয় ও জাতিগত বিদ্বেষ এখনো তরতাজা, সে দেশেই ক্রোট ও বসনীয় শ্রমিকরা অপেক্ষাকৃত সহনশীল পরিবেশে পাশাপাশি কাজ করছে এবং পরস্পরের সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হচ্ছে।

বিগত তিন শতকে বিশেষ করে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে ক্রমবর্ধমান আশঙ্কাজনক হারে ভাষাসমূহ বিলুপ্ত বা হারিয়ে গেছে। সম্প্রতি ইউনেস্কো প্রকাশিত এটলাস অব দি ওয়ার্লর্ড'স লেংগুয়েজেজ ইন ডেনজার অব ডিজএপিয়ারিংয়ের মতে বিশ্বের ৬,০০০ ভাষার মধ্যে আজকে কমপক্ষে ৩,০০০ ভাষা হুমকির সম্মুখীন।

ক্যাম্বোডিয়ায় অ্যাংকর বরাবরই ছিল ঐক্যের স্বপ্নের প্রতীক। এই স্থানটি ১৯৯২ সালে ইউনেস্কোর বিশ্ব উত্তরাধিকার তালিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পুনর্মিলন প্রক্রিয়া শুরু হয়। আজকে এই মন্দির এলাকা দেখার জন্য পর্যটকদের ভিড় বেড়েই চলেছে। ১৯৯৩ সালে সেখানে পর্যটক ছিল ৭,৬৩৮জন এবং ২০01 সালে তা হয়েছে ২৩৯,০৯১ জন। কেবল ২০০০ সালেই টিকেট বিক্রি করে ৫০ লাখ ডলার পাওয়া গেছে এবং এই এলাকা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের আকর্ষণীয় ও ব্যস্ত কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। পর্যটন, আতিথেয়তা ও স্থান রক্ষণাবেক্ষণে হাজার হাজার কর্মসুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইউনেস্কোর সমন্বয়ে জোরালো আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় বছরে ৫০ লাখ ডলার অর্থায়নে প্রায় একশ' উন্নয়ন প্রকল্প চালু হয়েছে।

সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের যে ঐক্যসূত্র রচনা ও অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করা উচিত, সেই ভূমিকা পালনে তাকে বাধা দেয়ার বিষয়টি সম্পর্কে ইউনেস্কো অবহিত রয়েছে এবং বিগত ৫০ বছর ধরে এই উত্তরাধিকার রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থার কার্যক্রমের ফলে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক দলিল সম্পাদিত হয়েছে। ১৯৫৪ সালে সংস্থা সশস্ত্র সংঘাতের সময় সাংস্কৃতিক সম্পত্তি সুরক্ষা কনভেনশন গ্রহণ করে, যা হেগ কনভেনশন নামে পরিচিত। ১০১টি দেশ এই কনভেনশন অনুমোদন করেছে। দুটি প্রটোকলের মাধ্যমে কনভেনশনটি আরো জোরালো হয়েছে। ১৯৫৪ সালের প্রথম প্রটোকলটি অস্থাবর সাংস্কৃতিক সম্পত্তি সম্পর্কিত, যা ৮৩টি দেশ অনুমোদন করেছে। দ্বিতীয় প্রটোকলে (১৯৯৯) মানবজাতির জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বর্ণিত সুরক্ষার বিধান রয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত মাত্র ১০টি দেশ এটি অনুমোদন করেছে। প্রটোকলটি বলবৎ হওয়ার জন্য আরো ১০টি দেশকে তা অনুমোদন করতে হবে।

১৯৭০ সালে সাংস্কৃতিক সম্পদের লুণ্ঠন ও পাচার মোকাবিলায় সাংস্কৃতিক সম্পদের অবৈধ আমদানি, রপ্তানি ও মালিকানা হস্তান্তর নিষিদ্ধকরণ এবং রোধকরণের উপায় সংক্রান্ত কনভেনশন গৃহীত হয়। আজকে ৯২টি দেশ এই কনভেনশন অনুমোদন করেছে। ইউনেস্কোর লক্ষ্য হলো এ বছরের শেষ নাগাদ অনুমোদনকারী দেশের সংখ্যা একশ'য়ে উন্নীত করা। সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, জাপান ও বেলজিয়ামের মতো যেসব দেশে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকলার বাজার রয়েছে, সেসব দেশ কনভেনশন অনুমোদনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। অধিকন্তু ১৯৯৫ সালে চুরি যাওয়া বা অবৈধভাবে রপ্তানি করা সাংস্কৃতিক সম্পদ সংক্রান্ত UNIDROIT কনভেনশন গ্রহণের পেছনে ইউনেস্কো ছিল একটি চালিকাশক্তি। এই কনভেনশনের উদ্দেশ্য হলো এ যাবৎ অনুমোদনকারী ১৫টি দেশ বেসরকারি আইনের সমন্বয় সাধন করা।

১৯৭২ সালের বিশ্ব সাংস্কৃতিক ও

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জরিপ ২০০২ প্রকাশ

সংক্ষিপ্ত টীকা : বাংলাদেশ

প্রবৃদ্ধি

- সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কৃষি খাতে বিরাট অগ্রগতির ফলে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জিত হওয়ায় ২০০০ ও ২০০১ সালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শতকরা প্রায় ৬ ভাগে স্থির রয়েছে।
- সিমেন্ট, সুতি কাপড়, প্রাকৃতিক গ্যাস, কাগজ ও ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ২০০১ সালে শিল্প পণ্য উৎপাদন শতকরা ৯ ভাগের বেশি বেড়েছে। তুলার আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য বৃদ্ধি ও মুদ্রার দুর্বলতার কারণে ২০০২ সালে তৈরি পোশাক শিল্পে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতা হ্রাস পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
- সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বেড়েছে।

মুদ্রাস্ফীতি

- মুদ্রাস্ফীতির গতি ২০০০ অর্থবছরের ৩.৪ শতাংশ থেকে ২০০১ সালে ১.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। এর কারণ হলো, একদিকে ফসলের ভালো ফলন ও ভোগ্যপণ্যের উদার আমদানি এবং অপরদিকে চাহিদা হ্রাস। এর ফলে, যৌগিক ভোগ্যপণ্য মূল্য সূচকে যে খাদ্যমূল্য অর্ধেকের বেশি স্থান দখল করে থাকে তা ২০০১ সালে বেড়েছে শতকরা ১ ভাগের কম। বিশ্ব বাজারে তেলের মতো পণ্যের পড়তি মূল্যও এই হ্রাসে অবদান রেখেছে।
- ২০০১ সালে সম্প্রসারণমূলক মুদ্রা নীতি বহাল থাকলেও সরকারের ঋণ গ্রহণ কম হওয়ায় ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহে (এম ২) বৃদ্ধির ধারা মন্থর হয়।
- আর্থিক ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালে তা জিডিপির শতকরা ৬.৯ ভাগে পৌঁছে, এর সঙ্গে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির হারও বেশি হলে ২০০২ সালে তা বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার ও ভোগ্যপণ্য মূল্যের ওপর চাপ ফেলবে বলে ধারণা করা হয়েছে।

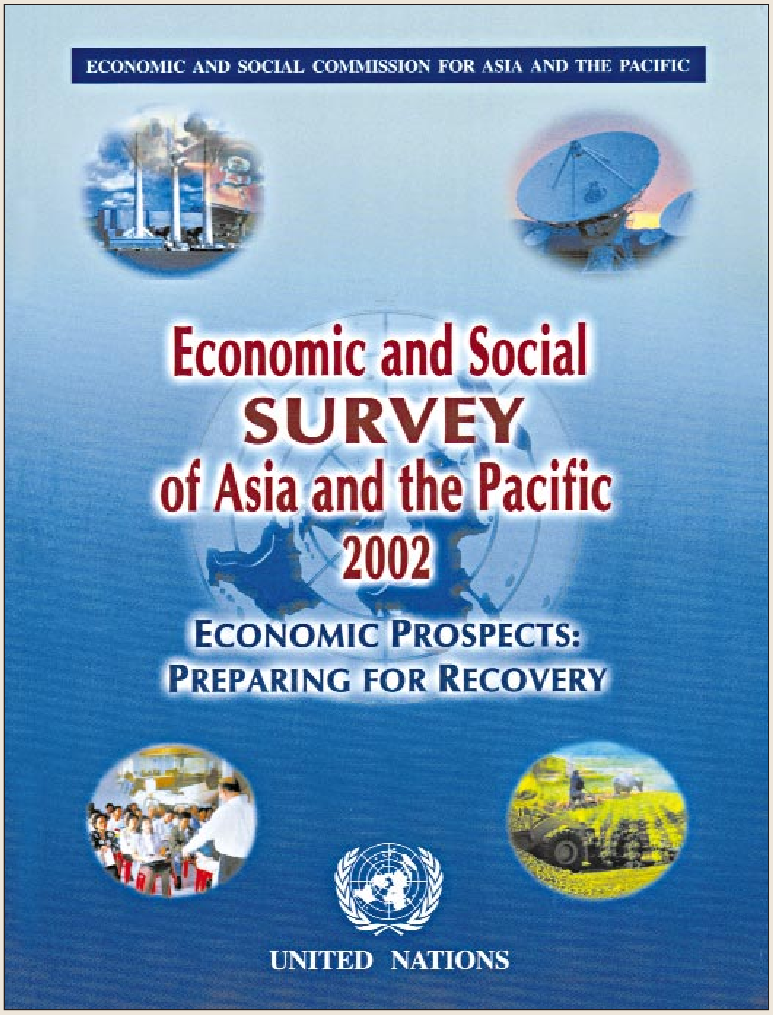

এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ESCAP Survey 2002 গত ২৮ এপ্রিল ঢাকায় প্রকাশ করা হয়। সম্মেলনে জাতিসংঘ আবাসিক প্রতিনিধি মি. ইর্য়াগান লিসনার ও ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। Survey ব্যবহারকারীরা তথ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেন।

বৈদেশিক বাণিজ্য ও অন্যান্য বহির্লেনদেন

- ২০০১ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় শতকরা ১২.৪ ভাগ বেড়ে ৬শ' ৪০ কোটি ডলারে

পৌঁছে। যুক্তরাষ্ট্রে সুবিধামূলক প্রবেশের সুযোগ হারানোর ফলে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া হলেও তৈরি পোশাক ও হোসিয়ারি সামগ্রীর মাধ্যমে মোট রপ্তানি আয়ের চার-পঞ্চমাংশ অর্জিত হয়েছে। চামড়া ও চা থেকে রপ্তানি আয় শতকরা ২০ ভাগের বেশি বাড়লেও চাহিদা হ্রাসের কারণে আন্তর্জাতিক মূল্য পড়ে যাওয়ার ফলে হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

- ২০০১ সালে আমদানি ব্যয় ১১.৪ শতাংশ বেড়ে ৯শ ৪০ কোটি ডলারে উন্নীত হয়, বৃদ্ধি পায় মূলধন পণ্য এবং তৈরি পোশাক ও বস্ত্র শিল্প খাতের উপকরণের ব্যয়।
- ২০০১ সালে চলতি হিসেবে ঘাটতি হয় জিডিপির ১.৭ শতাংশের সমান এবং পণ্য বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি, নিট সেবা ও আয়মূলক প্রাপ্তি হ্রাস এবং সরকারি চলতি হস্তান্তর ও রেমিটেন্স কমে যাওয়ার ফলে এই ঘাটতি আরো বেড়ে যাবে বলে ধারণা করা হয়েছে।

অন্তর্মুখী পুঁজিপ্রবাহ বৈদেশিক ঋণ ও বিনিময় হার

- বাংলাদেশ বেসরকারি পুঁজির অন্তর্মুখী প্রবাহ সীমিত বলে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় এফডিআই ১৪.৪ শতাংশ কমে ২০০১ সালে তা ১৬ কোটি ৬০ লাখ ডলারে পৌঁছে। খাতভিত্তিক বিনিয়োগও নগণ্য।
- বিগত চার বছরে সম্মিলিত বৈদেশিক সাহায্য মোট ৫ শ' ৬০ কোটি ডলার হলেও তা পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনার জন্য পাওয়া যাবে বলে ধরে নেয়া ৭শ' ৭০ কোটি ডলারের কম। সরকার পরিবর্তনের পর বাংলাদেশের জন্য দাতাদের ঋণদানের গতি বৃদ্ধি পেতে পারে। ২০০০-২০০১ সালে আর্থিক ঘাটতির শতকরা ৪৪ ভাগ সাহায্যের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়েছে।
- ২০০১ সালের জুন শেষে অপরিশোধিত বৈদেশিক ঋণ জিডিপির শতকরা ৩১.৪ ভাগে নেমে আসে, যা এক বছর আগে ছিল শতকরা ৩৩.৫ ভাগ। ঋণ সার্ভিস বাবদ যা দিতে হয়েছে তা ছিল ২০০১ সালে পণ্য রপ্তানির শতকরা ৮.৫ ভাগ।
- চলতি হিসাবে ঘাটতি বৃদ্ধি এবং অন্তর্মুখী সরকারি পুঁজিপ্রবাহ হ্রাসের ফলে স্বর্ণ ব্যতীত সরকারি মোট রিজার্ভ ২০০১ সালের অক্টোবরে ১শ' কোটি ডলারের কিছু বেশি, যা ২০০০ সালের শেষে ছিল প্রায় দেড়শ' কোটি ডলার।
- ২০০০ সালের আগস্ট ও ২০০১ সালের মে মাসে মূল্য পুনর্নির্ধারণের মাধ্যমে ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন করা হয় শতকরা ১১ ভাগ এবং ভারতীয় রুপির মূল্যমান হ্রাসের দরুন বিনিময় হারের ওপর সৃষ্ট চাপ মোকাবিলায় ২০০২ সালের জানুয়ারিতে পুনরায় শতকরা ১.৬ ভাগ অবমূল্যায়ন করা হয়।

মূলনীতিগত বিষয়

- বহুপক্ষীয় সাহায্য সংস্থাগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ব্যাহত করে রেখেছে এমন বৃহৎ ও অলাভজনক সরকারি খাতের সংস্কার এবং দারিদ্র্য বিমোচন প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছে। প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন সরকারি প্রশাসনে সংস্কার ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সেবাদানে জবাবদিহিতাসহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের জন্য ১৩৭টি সুপারিশ সংবলিত একটি প্রস্তাব পেশ করেছে।
- জরিপে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আঞ্চলিক সহযোগিতা শীর্ষক ৪র্থ অধ্যায়ে এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে ক্ষুদ্র ঋণ, জনসংখ্যা নীতি ও পল্লী উন্নয়নে বাংলাদেশের বিশেষ জ্ঞান এবং দক্ষতা বিনিময়ের প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ●

ESCAP Survey ২০০২ প্রকাশ উপলক্ষে সাংবাদিক সম্মেলন

ESCAP Survey ২০০২ প্রকাশনায় বক্তব্যরত

দ্বিতীয় বিশ্ব প্রবীণ সম্মেলন উপলক্ষে প্রেস ব্রিফিং-এ উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দের একাংশ

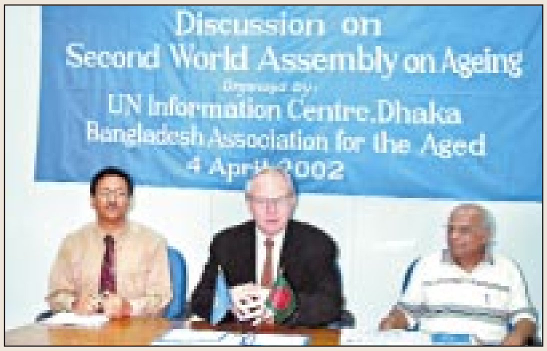

বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (WFP)

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে এক বিদায়ী ভাষণে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লুএফপি) প্রধান ক্যাথেরিন বারটিনি বলেছেন, জরুরি পরিস্থিতি বৃদ্ধি সত্ত্বেও বড় ধরনের দুর্ভিক্ষের অবসানে ডব্লুএফপি সক্ষম হয়েছে। পরিষদ সংঘাত নিরসনের প্রেক্ষিতে খাদ্য সাহায্য নিয়ে আলোচনার জন্য বৈঠকে মিলিত হয়।

ক্যাথেরিন বারটিনি ডব্লুএফপির নির্বাহী পরিচালক হিসেবে সম্প্রতি তাঁর ১০ বছরের দায়িত্বকাল শেষ করেছেন। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কেমন সফলতার সঙ্গে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করেছে তার সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি আফগানিস্তানের কথা উল্লেখ করেন।

পরিষদকে তিনি জানান, "এমনকি প্রচণ্ড বোমা বর্ষণের মধ্যেও বিভিন্ন আকার-আকৃতির ২০০০ ট্রাক প্রতিদিন সে দেশে যাতায়াত করেছে।" ডিসেম্বরের মধ্যে সংস্থা আফগানিস্তানে খাদ্য সরবরাহের শতকরা ৩৬ ভাগ পূরণ করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

হন্ডুরাস, বসনিয়া ও হারজেগোভিনা এবং আফ্রিকার শৃঙ্গে সফল ত্রাণ তৎপরতার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি বলেন, "দুর্ভিক্ষরোধে খাদ্য সাহায্যের এই কাহিনীর বারংবার পুনরাবৃত্তি ঘটলেও আমি জানি না যে, আফগানিস্তানে তা যেমন ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে, তেমনিভাবে আর কোথাও হয়েছে কি না।"

বিদায়ী ডব্লুএফপি প্রধান উল্লেখ করেন যে, স্কুল পুনর্নির্মাণে প্রায়ই কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ব্যবহার করা হয়েছে, আর প্রতিদিন আহার্যের যোগান পেলে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যেতে উৎসাহিত হয়। "আফগানিস্তানে স্কুলের ১০ লাখ ছাত্রছাত্রীকে খাবার দেয়া ডব্লুএফপির লক্ষ্য।" জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) জানিয়েছে, এর ফলে কোনো কোনো এলাকায় উপস্থিতির হার আমাদের প্রত্যাশার চেয়ে ইতোমধ্যেই দু'তিন গুণ হয়ে গেছে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, একই সঙ্গে সংস্থার প্রচেষ্টা ছিল, ত্রাণ তৎপরতার খাতে জাতীয় খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত না হয় তা নিশ্চিত করা। তিনি বলেন, "পুনর্গঠনকালে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণকালে আমরা কম্বল বিতরণ করছি না। আমরা নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করতে চাই না এবং আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে, খাদ্য সাহায্য মানুষের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে অবদান রাখবে।"

যুক্তরাষ্ট্রের একজন করপোরেট নির্বাহী ও সে দেশের অন্যতম বৃহত্তম দাতব্য ফাউন্ডেশন লিলি এনডোমেন্টের প্রাক্তন প্রধান জেমস টি মরিস মিজ বারটিনির স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন।

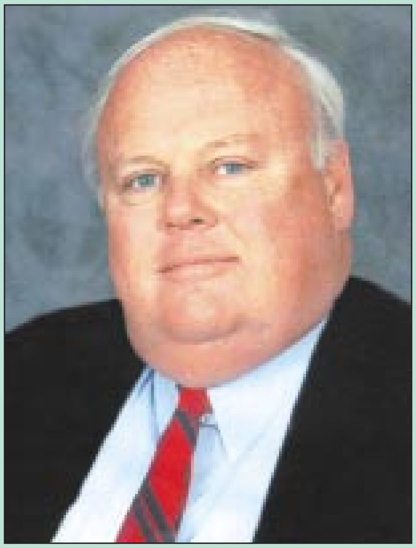

জেমস টি মরিস গত ৩৫ বছর যাবৎ সরকারি চাকরি জীবনে, ব্যবসা ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় এক অভূতপূর্ব পেশাদারিত্বের কৃতিত্বের অধিকারী। তার কর্মজীবন ও ব্যক্তিজীবনের সিদ্ধান্তগুলো মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, সমাজের অগ্রগতি ও তার দেশের জন্য অবদান রেখেছে।

বিভিন্ন সরকারি পদে দায়িত্ব পালন শেষে মি. মরিস IWC রিসোর্স করপোরেশনের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁর মেয়াদকালে IWC দুই হাজার পাঁচশত কর্মীর একটি হোল্ডিং কোম্পানিতে উন্নীত হয়। তিনি বিভিন্ন স্বেচ্ছা কার্যক্রমেও নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। তিনি আমেরিকান অলিম্পিক কমিটির ট্রেজারার ও অডিট ও এথিক্স কমিটির চেয়ারম্যান, আমেরিকান রেডক্রসের গভর্নিং বোর্ডের সদস্য ও ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের একজন করপোরেট নির্বাহী ও সে দেশের অন্যতম বৃহত্তম দাতব্য ফাউন্ডেশন লিলি এনডোমেন্টের প্রাক্তন প্রধান মি. মরিস ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক ও বাটলার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম বিএ ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিন সন্তানের জনক মি. মরিস জ্যাকুলিন হ্যারেল মরিসের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ রয়েছেন।

জেমস টি মরিস
বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির নির্বাহী পরিচালক

অ্যাকুয়াকালচার

সম্প্রতি বেইজিংয়ে জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সরকারি কর্মকর্তা এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যবিরোধী লড়াইয়ে মাছ চাষ বা অ্যাকুয়াকালচারের ভূমিকা পরীক্ষা করে দেখেছেন। সম্মেলন ১৮ থেকে শুরু হয়ে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত চলে।

কৃষি বিষয়ক সাব-কমিটির এই বৈঠকে খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিনিধি রোহানা সুবাসিং বলেছেন, "অ্যাকুয়াকালচারের সামনে যে চ্যালেঞ্জ তা হলো গ্রামীণ পরিবারগুলোর হাতের কাছে যেসব সম্পদ আছে সেগুলো জোরদারে সহায়তা করা।"

মি. সুবাসিং বলেন, "অ্যাকুয়াকালচার পরিবারকে উচ্চ পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য যোগান দেয় এবং ক্ষুদ্র চাষীরা কৃষি ও অ্যাকুয়াকালচারকে সমন্বিত করলে তাদের খাদ্য সরবরাহ, আয় ও আঘাত সামাল দেয়ার সামর্থ্যও বৃদ্ধি পায়। এতে উৎপাদনের ঝুঁকি হ্রাস পায়, খামারের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায় ও সাধারণভাবে পল্লী উন্নয়নের অগ্রগতি হয়।"

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বলেছে, ১৯৮৪ সাল থেকে অ্যাকুয়াকালচারের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে সামগ্রিকভাবে শতকরা বার্ষিক ১১ ভাগ হারে। ফলে বিগত প্রায় ২০ বছরে এই খাত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল খাদ্য উৎপাদন খাতে পরিণত হয়েছে। ১৯৯৯ সালে উদ্ভিদসহ ৪ কোটি ২৭ লাখ ৭০ হাজার টন জলজ পণ্য উৎপাদিত হয়েছে, যার মূল্য ৫ হাজার ৩ শ' ৫০ কোটি ডলার এবং বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ৩শ' প্রজাতির বেশি জলজ পণ্যের চাষ হয়।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা জানায়, মাছ চাষ থেকে মোট উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগ হয় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, যার বেশির ভাগই উৎপাদন হচ্ছে স্বল্প আয়ের খাদ্য ঘাটতি দেশে ক্ষুদ্রাকারে।

সাব-কমিটির জন্য খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রণীত এক নিবন্ধে বলা হয়েছে, রপ্তানিমুখী বলে শিল্প ও বাণিজ্যিক অ্যাকুয়াকালচার উদ্যোগ একটি দেশের জন্য যথেষ্ট প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা, রাজস্ব ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বয়ে আনে; অধিক ব্যাপক ও সমন্বিত ধরনের অ্যাকুয়াকালচার কেবল যে সমাজের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অংশের জীবিকা উন্নয়নে বিশেষ তৃণমূল পর্যায়ে অবদান রাখে তা নয়, অধিকন্তু তা সম্পদের ফলপ্রসূ ব্যবহার বৃদ্ধি ও পরিবেশ সংরক্ষণও করে।

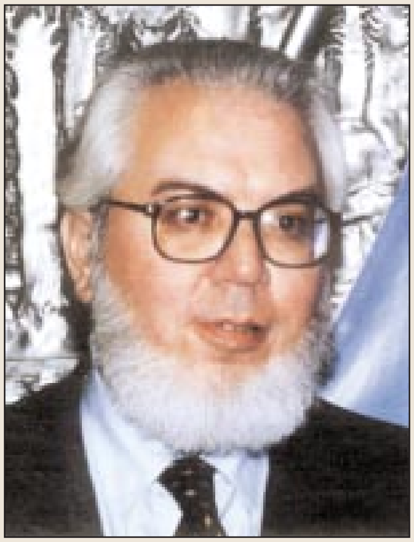

শ্রম ও জরায়ন

এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে জাতিসংঘ জরায়ন সম্মেলনের জন্য প্রণীত এক রিপোর্টে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) বলেছে, বিশেষ করে নারী, বেকার যুবক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য লাখ লাখ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিই হবে প্রবীণদের জন্যে ভবিষ্যৎ সামাজিক নিরাপত্তায় অর্থায়নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সমগ্র বিশ্বে ৬০ ও তদূর্ধ্ব বয়সী জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলছে, যা এক 'জনমিতিক বিপ্লব'। আই এল ও'র "শুধু এক প্রবীণ সমাজ : কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুরক্ষার চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক রিপোর্টে এ কথা জানিয়ে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, এই বিপ্লবে প্রবীণদের মধ্যে ব্যাপক দারিদ্র্য ও সামাজিক বর্জন দেখা দিতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্ব জরায়ন সম্মেলনের জন্য এই সমীক্ষা তৈরি করা হয়েছে, যা ৮ এপ্রিল স্পেনের মাদ্রিদে শুরু হয়েছে।

আইএলও মহাপরিচালক জুয়ান সোমাভিয়া বলেন, "দারিদ্র্য ও সামাজিক বর্জন নিরাপদ ও সুন্দর বার্ধক্যের সবচেয়ে বড় বাধা। প্রবীণসহ সকল বয়সী মানুষের কাজ থেকে একটি

উপযুক্ত আয় বা কাজ থেকে অবসরগ্রহণ এবং কর্মসংস্থান, স্বেচ্ছামূলক কাজ বা অন্যান্য কর্মতৎপরতার মাধ্যমে নিজেদের সমাজজীবনে অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখার সুযোগ নিশ্চিত করার ওপর আমাদের সমাজের প্রাণশক্তি ক্রমবর্ধমান হারে নির্ভর করে।"

আইএলও রিপোর্টে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, শিল্পোন্নত দেশে ভবিষ্যৎ সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান চাপে পড়ছে বলে অবসরের জন্য অর্থায়ন ব্যবস্থা পরিবর্তন করে পেনশনের বাড়তি ব্যয় মেটানো সম্ভব হবে না।

আইএলও পরামর্শ দিয়েছে যে, সমাধানের মধ্যে রয়েছে প্রবীণ কর্মজীবীদের দীর্ঘতর কালব্যাপী কর্মে নিয়োজিত থাকা এবং কর্মে নিয়োজিত থাকার মতো আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্য পরিবর্তনশীল কর্মসংস্থান নীতি আরো নমনীয় করতে হবে। অন্যান্য পদক্ষেপের মধ্যে প্রবীণদের জন্য কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ সম্ভাবনা সৃষ্টির জন্য জীবনভর শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ এগিয়ে নেয়া এবং সম্ভাব্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইটি) উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

রিপোর্টে বলা হয়, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে চ্যালেঞ্জ হবে আরো কঠিন। কেননা শ্রমশক্তির শতকরা ২০ ভাগেরও কম লোক নিয়মিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাভুক্ত রয়েছে এবং অবসর এমন এক বিলাস যার সুযোগ খুব কম প্রবীণই গ্রহণ করতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক খাতের প্রয়োজনে অবসর নিতে হলেও স্থানান্তর আয়ের অপ্রতুলতায় প্রবীণরা অর্থনীতির অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করে যেতে বাধ্য হয়।

বার্লিন প্রাচীর বিভক্তি বড় বেশি অলঙ্ঘনীয় মনে হলেও আসলে তা নয়

—কফি আনান

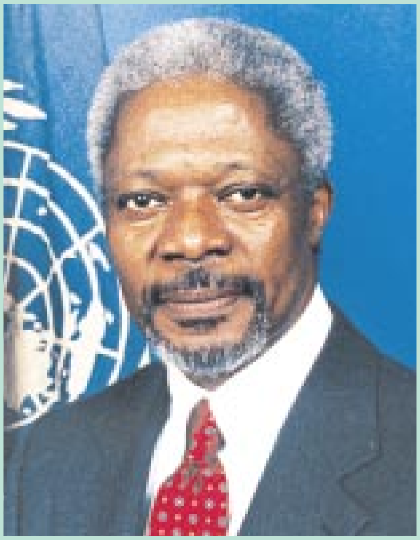

৪ এপ্রিল জার্মানি জাতিসংঘকে বার্লিন প্রাচীরের তিনটি টুকরো উপহার দিয়েছে। জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান এটাকে কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা গড়ে তোলার পরিবর্তে মানুষের পরস্পরকে অনুধাবনের উপায় অন্বেষণের প্রবণতার প্রতীক বলে বর্ণনা করেন।

জার্মান বানডেস্টাগের সভাপতি উলফগং থিয়েরসের কাছ থেকে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এই উপহার গ্রহণকালে মি. আনান বলেন, "বার্লিন প্রাচীর ছিল মানব চেতনাবিরোধী এক অপরাধ।"

মি. আনান বলেন, "এটা কেবল যে জার্মানি ও ইউরোপের বিভক্তি ঘটিয়েছে তা নয়, বরং তা প্রাচীর ও সীমান্ত নির্মাণে নিদারুণ ভয়ঙ্করভাবে মানুষের প্রবণতার প্রকাশ ঘটিয়ে অন্তর ভরিয়ে তুলেছে ঘৃণায়, মন ভরিয়ে তুলেছে ভয় ও অবিশ্বাসে, তারই পাশাপাশি এই ধারণাকেও অসাড় করে দিয়েছে যে, এর চেয়ে ভালো কোনো পথ থাকতে পারে।"

মহাসচিব উল্লেখ করেন যে, জাতিসংঘে বার্লিন প্রাচীরের একটি টুকরোর অবস্থান পুরোপুরি সঙ্গত। স্নায়ুযুদ্ধের সময় বিশ্ব সংস্থা অনেকক্ষেত্রেই উত্তেজনা ও আদর্শিক দ্বন্দ্বের মধ্যে কাজ করতে এবং তার কাজের অনেক অংশ এগিয়ে নিতে পেরেছে।

তিনি বলেন, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যা ঘটে, বিশেষ করে শান্তি ও নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে তাকে মারাত্মক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হয়েছে।

মি. আনান বলেন, "বার্লিন প্রাচীর ধ্বংস করার পর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার নতুন স্বাধীনতা সমগ্র আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মুক্তিদানে সহায়তা করেছে।" তিনি বলেন, খুবই বিস্ময়ের কথা যে, মানুষের কল্পনায় যা এতো বড় হয়ে বাসা বেঁধেছিল তা খুব হালকা হয়ে গেছে।

প্রাচীর টুকরোর ওপর অঙ্কিত চিত্রের কথা উল্লেখ করে মহাসচিব বলেন, "সম্ভবত এর মধ্যেও আমাদের জন্য একটা শিক্ষা রয়েছে; এই শিক্ষা হলো মানব সমাজের বিভক্তিকে আমরা যতোটা অলঙ্ঘনীয় বলে ভয় করেছি, তা ততোটা নয়; ভুল বোঝাবুঝি ও পার্থিব কল্যাণের ব্যবধান দূর করা সম্ভব এবং এখানে চিত্রিত দম্পতির মতো আমরাও একটি উন্নততর বিশ্বের জন্য হাতে হাত মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি।"

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০

A Monthly News Bulletin Published by the United Nations Infromation Centre, Dhaka, Bangladesh Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org